লেখক পরিচিতি

ড. মুহাঃ নজীবুর রহমান ১৯৬২ সালের জুন মাসে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার পিঙ্গলাকাঠী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম মরহুম ক্বারী ইসহাক কবিরাজ। আম্মার নাম জবেদা খাতুন। শৈশবে তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামে অবস্থিত কালনা প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে নিকটবর্তী কাসেমাবাদ আলীয়া মাদরাসা থেকে দাখিল, আলিম ও ফাযিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৮১ সালে সউদী আরবস্থ 'ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে শিক্ষাবৃত্তি লাভ করে রিয়াদস্থ 'মা'হাদ তা'লিমুল লুগাহ আল-'আরবিয়া' থেকে আরবি ভাষায় ডিপ্লোমা ও মদীনা মুনাওয়ারস্থ 'মা'হাদুল আ'লী লিদ্দাওয়া আল-ইসলামিয়া' থেকে 'ইসলামিক দা'ওয়া ও সাংবাদিকতা' বিভাগে অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক আরবি সাহিত্যে এম.এ ২য় স্থান ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ এম.এ ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। গাজীপুরস্থ দুর্বাটি আলীয়া মাদরাসা থেকে ১৯৯৮ সালে (তাফসির গ্রুপে) কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৪ সালে 'ইসলামে জিহাদের বিধান' শীর্ষক শিরোনামে আরবি বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীকের তত্ত্বাবধানে ডক্টরেট (পি.এইচ.ডি) ডিগ্রী লাভ করেন।

পরে সউদী দূতাবাসে কিছুদিন কাজ করার পর সউদী আরবস্থ 'আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থার ঢাকাস্থ অফিসে ইয়াতিম-প্রতিপালন বিভাগের পরিচালক হিসেবে সাত বছর ও কুয়েতি সহযোগিতায় পরিচালিত সোসাইটি অব সোস্যাল রিফর্ম ঢাকাস্থ সংস্থার শিক্ষা বিভাগের পরিচালক হিসেবে সাত বছর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর ক্যাম্পাসে আরবি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন।

তাঁর প্রকাশিত গবেষণাকর্মের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের মধ্যে– (১) ইসলামে জিহাদের বিধান, (২) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবনে জিহাদ ও তার শিক্ষা, (৩) আধুনিক আরবি সাহিত্যে নাজীব মাহফুজের অবদান, (৪) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক অধিকার ও ইসলামী শরীয়াত, (৫) ইলমুল ফিকহ, (৬) ইসলামে সার্বজনীন মানবাধিকার : প্রেক্ষিত অমুসলিম অধিকার, (৭) ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস, (৮) মানব-সভ্যতার গোড়াপত্তনে আল্লাহর বিধান প্রয়োগ-৪ খণ্ড, (৯) শহীদের মর্যাদা ও বিপদ-মুসিবতে অবিচল থাকার তাৎপর্য (১০) নারী মুক্তি ও ইসলাম, (১১) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন ও সুদৃঢ়করণে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রভাব, (১২) ঈমানের সৌন্দর্য এবং (১৩) মদীনার মর্যাদা ও তা যিয়ারতের বিধান অন্যতম। অতি সম্প্রতি তাঁর লেখা- (১) আধুনিক আরবি সাহিত্যে তাওফিক আল হাকীমের অবদান, (২) আরবি ভাষা লিখন পদ্ধতি, (৩) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ব্যর্থতা ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সার্বিক কল্যাণকামিতার সফলতা, (৪) ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী মুক্তি ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	পৃষ্ঠা
১. আরবি হস্তলিপির আকৃতিসমূহ	০৭
১.১- আল-কুরআনের হস্তলিপির আকৃতি	০৭
১.২- আরবি কবিতার হস্তলিপির আকৃতি	১২
১.৩- আধুনিক আরবি ভাষার লিখন পদ্ধতি	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	
২. হামযাহ্ বর্ণের আকৃতিসমূহ	১৩
২.১- হামযাহ্ বর্ণের আকৃতিসমূহের পরিচয় [الهمزة قطعية ـ الهمزة المتوسطة ـ الهمزة الوصلية ـ الهمزة المتطرفة]	
২.২- উচ্চারণযোগ্য হামযাহ্ الهمزة القطعية	১৪
২.৩- উচ্চারণবিহীন হামযাহ্ الهمزة الوصلية	১৬
২.৪- শব্দের মাঝে ব্যবহৃত হামযাহ্ الهمزة المتوسطة	১৮
২.৫- শব্দের শেষে ব্যবহৃত হামযাহ্ الهمزة المتطرفة	২০
তৃতীয় অধ্যায়	
৩. ابن এর همزة লিখন পদ্ধতি	২১
চতুর্থ অধ্যায়	
৪. التاء লিখার পদ্ধতি	২২

প্রথম অধ্যায়

১. আরবি হস্তলিপির আকৃতিসমূহ [أشكال الخطوط العربية]

আরবি হস্তলিপির আকৃতিসমূহ প্রধানত তিন প্রকার ঃ

(১) আল-কুরআনের হস্তলিপির আকৃতি الخط القرآني

(২) আরবি কবিতার হস্তলিপির আকৃতি الخط العروضي

(৩) আরবি ভাষার হস্তলিপির আকৃতি الخط الإملائي

১.১- আল-কুরআনের হস্তলিপির আকৃতি [الخط العثماني / الخط القرآني]

যে হস্তলিপিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ (রা.) পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন তাকেই الخط القرآني বা الخط العثماني বলা হয়।

তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন ঃ যায়েদ বিন সাবিত, উবাই বিন কা'য়াব, মু'য়ায বিন জাবাল, মুয়া'বিয়া বিন আবি সুফিয়ান এবং খুলাফা-ই রাশেদুন রাদিআল্লাহু আনহুম।

আরবি ভাষাবিজ্ঞানীগণ আধুনিক আরবি ভাষার যে লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করছেন, আল-কুরআনের লিখন পদ্ধতি ছিল তার থেকে আলাদা।

(১)- যেমন, সূরা আন-নামলের ২১ নং আয়াতে (أَأَذْبَحَنَّهُ) শব্দে একটি অতিরিক্ত (আলিফ) লিখা আছে।

(২)- সূরা আল-আ'রাফের ১৪৫ নং আয়াতে (سَأُوْرِيْكُمْ) শব্দে একটি অতিরিক্ত (ওয়াও) و লিখা আছে।

(৩)-সূরা আয-যারিয়াতের ৪৭ নং আয়াতে (بَنَيْنَاهَا بِأَيْيْدٍ) শব্দে একটি অতিরিক্ত ي (ইয়া) লিখা আছে।

---

১. আত-তিবইয়ান ফি উলুমিল কুরআন, পৃ. ৪৮।

(৪) সূরা আয-যুখরুফের ৪ নং আয়াতে (الْكِتَٰبِ أُمِّ) শব্দে একটি (আলিফ) উহ্য আছে।

(৫) সূরা আল-আ'লাকের ৮ নং আয়াতে (سَنَدْعُ) শব্দে একটি (ওয়াও) উহ্য আছে।

(৬) সূরা আল-কাহাফের ১৭ নং আয়াতে (الْمُهْتَدِ) শব্দে একটি (ইয়া) উহ্য আছে।

আল-কুরআনের লিখন পদ্ধতি আধুনিক আরবি ভাষার লিখন পদ্ধতি থেকে এ ধরনের আরো বেশ কিছু অমিল পাওয়া যায়। কারণ আল-কুরআন আরবের সাতটি উপভাষায় নাযিল হয়েছে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন:

(إن هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف، فاقرؤا ما تيسر منه)[২]

"অবশ্যই এই কুরআন সাত 'আহরূফে' অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা তার যেখান থেকে সহজ মনে করো সেখান থেকেই পড়।"

এখানে সাত 'আহরূফের' অর্থ সাত আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষাকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে :

(نزل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف)[৩]

"আল-কুরআন সাতটি ভাষায় নাযিল হয়েছে, তার প্রত্যেকটি ভাষাই স্বয়ং সম্পূর্ণ।"

এখানে প্রশ্ন হলো : 'মুস্হাফের' হস্তলিপি (الرسم العثماني) কি আল্লাহর পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারিত? অথবা আরবি হস্তলিপির পদ্ধতি অনুযায়ী আল-কুরআন লিপিবদ্ধ করা যায়?

---

২. সহীহ আল-বুখারী, বাব-উনযিলাল কুরআন আ'লা সাব'আতি আহরুফিন, খ.৬, পৃ. ১৮৪।
৩. নুযুলুল কুরআন আ'লা সাব'আতি আহরুফ, বাব-ইখতিলাফুল্লাহজাত আল-আ'রাবিয়্যাহ-খ.১, পৃ. ৭।